মিশরের বাদশাহ মোকাওকিসের নামে

রসুল(সঃ) এঁর চিঠি

আসস্‌লামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"মিশরের বাদশাহ মোকাওকিসের নামে রসুল(সঃ) এঁর চিঠি"

মিশরের বাদশাহ মোকাওকিসের নামে

রসুল(সঃ) মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জোরায়জ ইবনে মাত্তার কাছে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। জোরায়জের উপাধি ছিলো মোকাওকিস।চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ-

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে মোকাওকিস আযম কিবতের নামে। তার প্রতি সালাম যিনি হেদায়েতের আনুগত্য করেন।

আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি।ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দু'টি পুরস্কার দেবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তবে কিব্‌তের অধিবাসীদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে কিবতিরা ,'এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো যা আমাদের এবং তোমাদের জন্য সমান। আমরা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো এবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভূ হিসাবে না মানে। যদি কেউ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলমান।'

এ চিঠি পৌঁছানোর জন্যে হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া(রাঃ)-কে মনোনীত করা হয়। তিনি মোকাওকিসের দরবারে পৌঁছার পর বলেছিলেন ,'এ যমিনে আপনার আগেও একজন শাসনকর্তা ছিলেন, যে নিজেকে রব্বে আ'লা মনে করতো। আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত করেছেন। প্রথমে তার দ্বারা অন্য লোকদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে, এরপর তাকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। কাজেই অন্যের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুণ। এমন যেন না হয়, অন্যরা আপনার ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করবে।'

মোকাওকিস জবাবে বললেন, আমাদের একটা দ্বীন রয়েছে, যা আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীন পাওয়া না যায়।

হযরত হাতেব (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। এ দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী সকল দ্বীনের পরিবর্তে যথেষ্ট মনে করেছেন। এ চিঠি প্রেরক নবী মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর কোরায়েশরা তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর প্রমাণিত হয়। ইহুদীরা সবচেয়ে বেশী শত্‌রুতা করে। আর নাসারারা ছিল অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহর শপথ, হযরত

মূসা(আঃ) যেমন হযরত ইসা(আঃ) সম্পর্কে সুসংবসদ দিয়েছিলেন, তেমনি হযরত ঈসা(আঃ) ও মোহাম্মদ(সঃ) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। আমরা আপনাকে কোরআনের দাওয়াত দিচ্ছি, যেমন আপনারা তাওরাতের অনুসারীদের ইঞ্জিলের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যে নবী যে কওমকে পেয়ে যান ,সে কওম সে নবীর উম্মত হয়ে যায়। এরপর সে নবীর আনুগত্য করা উক্ত কওমের জন্যে অত্যাবশ্যক। আপনারা নবাগত নবীর যমানা পেয়েছেন, কাজেই তাঁর আনুগত্য করুন। আপনাকে আমরা দ্বীনে মসীহ থেকে ফিরে আসতে বলছি না; বরং আমরা মূলত সে দ্বীনের দাওয়াতই দিচ্ছি।

মোকাওকিস বললেন ,সে নবী সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি তিনি কোনো অপছন্দনীয় কাজের আদেশ দেন না এবং পছন্দনীয় কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন না। তিনি পথভ্রষ্ট যাদুকর নন, মিথ্যাবাদী জ্যোতিষীও নন; বরং আমি দেখেছি, তাঁর সাথে নবুয়তের এ নিশানা রয়েছে, তিনি গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন এবং অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে খবর দেন। আমি তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আরও চিন্তা-ভাবনা করবো।

মোকাওকিস আল্লাহর রাসুলের চিঠি নিয়ে হাতীর দাঁতের একটি কৌটায় রাখেন, এরপর মুখ বন্ধ করে সীল লাগিয়ে তার এক দাসীর হাতে দেন। এরপর আরবী ভাষার এক লিপিকারকে ডেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিম্নোক্ত চিঠি লেখান-

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নামে মোকাওকিস আযীম কিবত-এর পক্ষ থেকে।

আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার চিঠি পাঠ করেছি এবং চিঠির বক্তব্য ও দাওয়াত আমি বুঝেছি। জানি, এখনো একজন নবী আসার বাকি রয়েছেন। আমি ধারণা করেছিলাম, তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতের সম্মান করেছি। আপনার খেদমতে দুই জন দাসী পাঠাচ্ছি। কিবতীদের মধ্যে তাদের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। আপনার জন্য কিছু পোশাক এবং সওয়ারীর জন্যে একটি খচ্চরও হাদিয়া পাঠাচ্ছি। আপনার প্রতি সালাম।

মোকাওকিস আর কোন কথা লেখেননি। তিনি ইসলামও গ্রহণ করেননি।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা নিজেদের জীবনে ইসলাম বাস্তবায়ন করি এবং অন্যদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দেই। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....